সম্মিলিত মুনাজাত এর শর‘ঈ বিধান

মুফতী মনসূরুল হক

www.islamijindegi.com

ফরয নামাযের পর
সম্মিলিত মুনাজাত এর
শর'ঈ বিধান

মুফতী মনসূরুল হক
শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
খতীব, খিলগাঁও বাজার জামে মসজিদ

মাকতাবাতুল মানসূর

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারি ২০০৩ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ :
জুন ২০০৯ ইং

শুভেচ্ছা বিনিময়: ৪০ টাকা

www.islamijindegi.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
জিজ্ঞাসা	৪
সংক্ষিপ্ত জওয়াব	৪
অবতরণিকা	৪
মুনাজাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ	৭
হাদীস শরীফ ও কুরআনে পাকের ব্যাখ্যা	৭
মুনাজাত সম্পর্কে নবী করীমের ﷺ আমল	৮
মুনাজাত সম্পর্কে নবী করীমের ﷺ নির্দেশ	১০
উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায়	১২
মুনাজাত সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের রায়	১৪
নামাযের পর মুনাজাতের স্বপক্ষে ফিক্হের কিতাবসমূহের দলীল	১৬
মুনাজাত অস্বীকারকারীদের কতিপয় অভিযোগ ও জওয়াব	১৮
তাম্বীহ	২১
পরিশিষ্ট	২২
মুনাজাতের সুন্নাত তরীকা	২৩
তথ্যসূত্র	২৪

باسمه تعالى

জিজ্ঞাসা: আমাদের দেশে দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামা'আতের পর ইমাম-মুক্তাদী সকলে মিলে যে মুনাজাত করে, শরী'আতে এর কোন প্রমাণ আছে কিনা? অনেকে বলে, "নামাযের পর মুনাজাত বলতে কিছু নেই। অতএব, তা বিদ'আত।" আবার অনেকে বলেছে, "নামাযের জামা'আতের পর ইমাম-মুক্তাদী একত্রে মুনাজাত করা বিদ'আত; একাকী মুনাজাত করা বিদ'আত নয়" এ ব্যাপারে শরী'আতের সঠিক ফায়সালা কী? বিস্তারিত জানতে চাই।

সংক্ষিপ্ত জওয়াব: নামাযের পর বা ফরজ নামাযের জামা'আতের পর কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ব্যতিরেকে আমাদের দেশে যে মুনাজাত প্রচলিত আছে, তা মুস্তাহাব আমল; বিদ'আত নয়। কারণ-বিদ'আত বলা হয় ঐ আমলকে, শরী'আতে যার কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ উক্ত "মুনাজাত" বহু নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়াত দ্বারা সুপ্রমাণিত। এ ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল ও নির্দেশ বিদ্যমান। তাই যারা মুনাজাতকে একেবারেই অস্বীকার করে, তারাও ভুলের মধ্যে রয়েছে।আবার যারা ইমাম-মুক্তাদীর সম্মিলিত মুনাজাতকে সর্বাবস্থায় বিদ'আত বলে, তাদের দাবীও ভিত্তিহীন এবং মুনাজাতকে যারা জরুরী মনে করে, এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে এবং কেউ না করলে তাকে কটাক্ষ করে, গালী দেয় তারাও ভুলের মধ্যে আছে।

অবতরণিকা: নামাযের পরের মুনাজাতকে সর্ব প্রথম যিনি ভিত্তিহীন ও বিদ'আত বলে দাবী তুলেছিলেন, তিনি হলেন আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.। পরের তদীয় ছাত্র আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম রহ. তাঁর অনুসরণ করেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম দাবী করেন যে, নামাযের পর মুনাজাত করার কোন প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে নেই। যে সব রিওয়ায়াতে নামাযের পর দু'আ করার কথা আছে, এর অর্থ-হচ্ছে-সালাম ফিরানোর পূর্বের দু'আয়ে মাছুরা।তাদের এ দাবীর খণ্ডনে বুখারী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাদাতা, জগৎবরেণ্য মুহাদ্দিস, হাফিয ইবনে হাযার আসকালানী রহ. বলেন, 'ইবনুল কাইয়্যিম প্রমুখগণের দাবী সঠিক নয়। কারণ-বহু সহীহ হাদীসে সালামের পর দু'আ করার স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং ঐসব হাদীসে যে নামাযের শেষে দু'আ করার কথা আছে, তার অর্থ সালাম ফিরানোর পরে দু'আ ও মুনাজাত। দেখুনঃ ফাতহুল বারী, ২:৩৩৫/ফাতহুল মুলহিম, ২:১৬ পৃঃ

(১) يترجح تقديم الذكر الماثورة بتقييده فى الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام وتعقب بحديث ذهب أهل الدثور فإن فيه يسبحون دبر كل صلاة وهوبعد السلام جزما.

(كتاب الأذان، فتح البارى : ٢/٤٢٦)

(٢) عن عايشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار مايقول اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام.

لم يقعد إلامقدار ما يقول الخ : تمسك بهذا الحديث من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع.

الجواب : إن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالسا على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر، فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه. قال ابن القيم فى الهدى النبوى : وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء الإمام والمنفرد والمأموم فلم يكن ذلك من هدى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. ولا روى عنه بإسناد صحيح ولاحسن...

قال الحافظ : وما ادعاه من النفي مطلقا مردود فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : يا معاذ! إني والله لأ حبك فلا تدفع دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ....

قيل المراد بدبر كل صلاة قرب اخرها وهو التشهد. قلنا قدورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة، والمراد به بعد السلام إجماعا، فكذا هذا.

(فتح البارى : ٢/١٧٥)

এমনিভাবে ইবনুল কাইয়্যিম ও তাঁর উস্তাদের উক্ত অমূলক দাবীর প্রতিবাদ করে আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী রহ. 'ই'লাউস সুনান' নামক গ্রন্থে লিখেছেন-"ইবনুল কাইয়্যিম প্রমুখগণ ফরজ নামাযের পরের দু'আকে অস্বীকার করে তৎসম্পর্কিত হাদীস সমূহকে সালাম ফিরানোর পূর্বের দু'আয়ে মাছুরা বলে বুঝাতে চেয়েছেন বটে, কিন্তু তাদের এ ব্যাখ্যা ঠিক নয়। কারণ-অনেক সুস্পষ্ট হাদীস তাদের এ ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে বিদ্যমান। সুতরাং স্পষ্ট হাদীস বিরোধী এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।" (সুনান, ৩:১৫৯)

عن أبي أمامة رضى الله عنه قال : قيل أى الدعاء أسمع؟ قال : جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات ... قلت : فيه إثبات الدعاء بعد الصلاة. فاندحض به ما أورده ابن القيم الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المآمومين، فلم يكن هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روى عنه بإسناد صحيح ولاحسن. قلت : قد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فهذا حديث أبي أمامة فيه إرشاد الأمة بالدعاء بعد الصلوات المكتوبات.

www.islamijindegi.com

وأما تأويله بأن المراد من دبر الصلوت ما قبل السلام كما زعمه ابن القيم فباطل.

قال الحافظ في الفتح : زعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام وتعقب بحديث ذهب أهل الدثور فإن فيه يسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام جزما، فكذلك ما شابهه. (اعلاء السنن : ١٥٩/٣)

... يفهم منه أنه كان يرفع يديه إذا فرغ من صلاته، فثبت دعاؤه بعد السلام من الصلاة رافعا يديه. (إعلاء السنن : ١٦١/٣)

যারা নামাযের পরের মুনাজাতকে একেবারেই অস্বীকার করেন, তাদের জবাবে উল্লেখিত উদ্ধৃতিদ্বয় যথেষ্ট।

আর যারা বলেন, নামাযের পর একাকী মুনাজাত করা যায়; কিন্তু ইমাম ও মুক্তাদীগণের জন্য সম্মিলিত মুনাজাত করা বিদ'আত; তাদের এ দাবীর স্বপক্ষে যেহেতু কোন মজবুত দলীল বিদ্যমান নেই, অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস বা ফাতাওয়ার কিতাব থেকে তারা এমন একটি দলীলও পেশ করতে পারেন নাই, যার মধ্যে সম্মিলিত মুনাজাতকে নাজায়িয বা বিদ'আত বলে তার থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। তাই তাদের এ দাবীও গ্রহণীয় নয়।

'নামাযের পর মুনাজাত প্রসঙ্গে হাদীসসমূহ ব্যাপকতা সম্পন্ন। এ হাদীস সমূহে মুনাজাতের কোন ক্ষেত্র-বিশেষের উল্লেখ নেই। অতএব, হাদীস সমূহের ব্যাপকতার ভিত্তিতে নামাযের পর সর্বক্ষেত্রের মুনাজাতই মুস্তাহাব বলে বিবেচিত হবে। মূল ভিত্তি সহীহ হাদীসে বিদ্যমান থাকার পর বিদ'আতের তো কোন প্রশ্নই উঠে না। (ফাইযুল বারী: ২/৪৩১)

رفع اليدين بعد الصلوت للدعاء قل ثبوته فعلا وكثر فضله قولا، فلا يكون بدعة أصلا، فمن ظن أن الفضل فيما ثبت عمله صلى الله عليه وسلم به فقط فقد حاد عن طريق الصواب، وبنى أصلا فاسدا.

قد أخذت مأخذ الأذكار وليس في الأذكار رفع الأيدى.. إذا لم نفز بالأذكار فينبغي لنا أن لا نحرم من الأدعية ونرفع لهما الأيدى لثبوته عنه عقيب النافلة وإن لم يثبت بعد المكتوبة، فإذا ثبت دنسه لم تكن بدعة أصلا مع ورود القولية فى فضله. (فيض البارى : ٤٣١/٢)

اعلم أن الأدعية بهذه الهيئة الكتابية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت عنه رفع الأيدى دبر الصلوات في الدعوات إلا أقل قليل، ومع ذلك وردت فيه ترغيبات قولية

والأمر في مثله أن لا يُحكم بالبدعة، فهذه الأدعية في زماننا ليست بسنة بمعنى ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست بدعة بمعنى عدم أصلها في الدين.

(فيض الباري : ٢/١٦٧)

হাদীসে সম্মিলিত মুনাজাতের গুরুত্বের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ফিকহের কিতাব সমূহেও ইমাম-মুক্তাদীর সম্মিলিত প্রচলিত মুনাজাতকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। অসংখ্য হাদীস বিশারদগণের রায়ও সম্মিলিত মুনাজাতের স্বপক্ষে স্পষ্ট বিদ্যমান। এমতাবস্থায় প্রচলিত এ মুনাজাতকে বিদ'আত বলা হঠকারিতা বৈ কি? নিম্নে মুনাজাতের স্বপক্ষে আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস সমূহ, ফিকহের কিতাব সমূহের বর্ণনা এবং হাদীস বিশারদগণের রায় সংক্ষিপ্ত দলীল সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হল ।

মুনাজাতের স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীসের দলীলসমূহ

নামাযের পর মুনাজাত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ

عن الضحاك فإذا فرغت قال من الصلاة المكتوبة، وإلى ربك فارغب، قال في المسئلة والدعاء. (الدرالمنثور:٦/٣٦٥)

১। হযরত যাহ্হাক রা. সূরা ইনশিরাহ তথা আলাম নাশরাহ এর উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, যখন তুমি ফরজ নামায থেকে ফারেগ হবে তখন আল্লাহর দরবারে দু'আতে মশগুল হবে।(তাফসীরে দূররে মানসূর : ৬/৩৬৫)

إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب في الدعاء. (تفسير ابن عباس : ٥١٤)

২। হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, "যখন তুমি ফরজ নামায হতে ফারেগ হও, তখন দু'আয় মশগুল হয়ে যাবে।" (তাফসীরে ইবনে আব্বাস রা., ৫১৪ পৃঃ)

قال ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي : إذا فرغت من الصلاة المكتوبة أو مطلق الصلاة فانصب إلى ربك والدعاء، وار غب إليه في المسئلة (تفسيرمظهرى:١/٢٩٤)

৩। হযরত কাতাদাহ, যাহহাক ও কালবী রা. হতে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেন-'ফরজ নামায সম্পাদন করার পর দু'আয় লিপ্ত হবে'। (তাফসীরে মাযহারী, ১০/২৯৪ পৃঃ)

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال : يا محمد! إذا صليت فقل : اللهم إني أسئلك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. (رواه الترمذى : ٢/١٥٩ الحديث ٣٢٤٩)

www.islamijindegi.com

৪। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাআলা তাকীদ করে বলেছেন যে, হে মুহাম্মাদ! যখন আপনি নামায থেকে ফারিগ হবেন তখন এ দু‘আ করবেন, হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট ভাল কাজের তৌফিক কামনা করছি এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সাহায্য চাচ্ছি এবং আপনার দরবারের মিসকীন অর্থাৎ আল্লাহ ওয়ালাদের মুহাব্বত কামনা করছি....। (তিরমিযী শরীফ : ২/১৫৯ হাঃ নং ৩২৪৯)

আল্লাহ তা’আলার এ সমস্ত নির্দেশ দ্বারা বুঝা গেল যে, ফরজ নামাযের পর ইমাম ও মুসল্লীদের জন্য দু‘আ ও মুনাজাতে মশগুল হওয়া কর্তব্য, চাই তারা সম্মিলিতভাবে করেন বা প্রত্যেকে আলাদাভাবে করেন। তবে একই সময় আলাদাভাবে করলেও তা সম্মিলিত মুনাজাতের রূপ ধারণ করবে, যা অস্বীকার করা যায় না।

হাদীস শরীফ ও কুরআনে পাকের ব্যাখ্যা

কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের হুকুম আহকামের ব্যাখ্যা ও বাস্তব নমুনা উম্মতের সামনে পেশ করবেন, এটা তার নবুওয়াতের দায়িত্ব। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْکَ الذِّکْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُوْنَ

আর আমি আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি লোকদের সামনে তাদের উপর নাযিলকৃত বিষয়গুলোকে স্পষ্ট বর্ণনা করেন এবং তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

এই আয়াতের আলোকে এখন আমাদের দেখতে হবে যে, কুরআনে কারীমের উক্ত আয়াতের উপর তিনি নিজে কিভাবে আমল করেছেন এবং হাদীস শরীফের মধ্যে উম্মতকে কিভাবে আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন।

নামাযের পর মুনাজাত সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر صلاته (التاريخ الكبير : ٦)

১। হযরত মুগীরা বিন শু’বা রা. বর্ণনা করেন যে, নবী আলাইহিস সালাম স্বীয় নামাযের শেষে দু‘আ করতেন। (ইমাম বুখারী (রহ) তারীখে কাবীরঃ ৬/৮০)

عن أنس رض كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول : اللهم اجعل خير عمرى أخره وخير عملي خاتمه، وخير أيامي يوم ألقاك.(رواه الطبراني في الأوسط : ١٨٧/١الحديث ٩٤١١)

২। হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায থেকে ফারেগ হতেন তখন এ দু‘আ করতেন। হে আল্লাহ! আমার

জীবনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কর শেষ জীবনকে এবং আমার আমলের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কর শেষ আমলকে এবং আমার দিন সমূহের মধ্যে সবচেয়ে মনোরম কর তোমার সাথে সাক্ষাতের দিনকে। (তাবারানী আউসাত: ১০/১৮৭ হাঃ নং ৯৪১১)

عن أبي بكرة رض فى قول اللهم إني أعوذبك من الكفر والفقر وعذاب النار كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة.(رواه النساءى : ١٥١ الحديث ٥٣٦٥)

৩। হযরত আবু বকরা রা. বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর এ দু‘আ করতেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কুফর, অভাব অনটন এবং দোযখের আযাব থেকে মুক্তি চাই।”(নাসাঈ শরীফ: ১/১৫১ হাঃ নং ৫৪৬৫)

عن زيد بن أرقم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر كل صلاة اللهم بنا ورب كل شيء. (رواه أبو داود : ٢١١/١ الحديث ١٥٠٨)

৪। হযরত যায়েদ বিন আরকাম রা. বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রত্যেক নামাযের পর এ দু‘আ করতে শুনতাম, হে আল্লাহ যিনি আমাদের প্রতিপালক এবং প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক। (আবু দাউদ:১/২১১ হাঃ নং ১৫০৮)

حدثنا محمد بن يحي الأسلمي قال : رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلا رافعا يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته فلما فرغ منه. قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته ... (إعلاء السنن : ١٦١/٣)

৫। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ. বলেন, ‘আমি আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. কে দেখেছি যে, তিনি এক ব্যক্তিকে সালাম ফিরানোর পূর্বে হাত তুলে মুনাজাত করতে দেখে তার নামায শেষ হওয়ার পর তাকে ডেকে বললেন, ‘রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল নামায শেষ করার পরই হস্তদ্বয় উত্তোলন করে মুনাজাত করতেন; আগে নয়।’ (ই’লাউস সুনান, ৩/১৬১)

عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عله وسلم كان إدا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. (رواه أبو داود : ٢٠٩/١الحديث ١٤٩٢)

৬। হযরত সায়িব বিন ইয়াযীদ রা. স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দু‘আ করতেন তখন উভয় হাত উঠাতেন এবং দু‘আ শেষে হস্তদ্বয়কে চেহারায় মুছতেন। (আবু দাউদ শরীফ ১/২০৯ হাঃ নং ১৪৯২)

عن أبي موسى الأشعرى أنه قال : دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. رواه البخارى : ٢/٩٣٨ الحديث

৭। হযরত আবু মূসা আশআরী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আর জন্য উভয় হাত উত্তোলন করেন। যদ্দরুন আমি তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখতে পাই। (বুখারী শরীফ ২/৯৩৮ হাঃ নং ৬৩৪১)

عن عمر بن الخطاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. (رواه البخارى : ٢/١٧٦ الحديث ٦٣٤١)

৮। হযরত উমর ফারুক রা. বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আর জন্য যখন হাত তুলতেন তখন চেহারায় মুছার পূর্বে হাত নামাতেন না। (বুখারী শরীফ ২/১৭৬ হাঃ নং ৬৩৪১)

এ সকল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর মুনাজাত করতেন, চাই ফরজ হোক বা নফল এবং মুনাজাত করার সময় দু'আর আদব হিসাবে উভয় হাত তুলতেন এবং শেষে উভয় হাত চেহারার মধ্যে মুছতেন। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এরূপ আমল করতেন তাহলে সাহাবাগণও রা. এ আমল করতেন। কারণ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল ও নির্দেশ-এর পরে সাহাবাগণ তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন না।

নামাযের পর মুনাজাত সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ

عن معاذ بن جبل رض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ! لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عباد تك.(رواه النساءى : ١/١٤٦، وأبو داود : ١/٢١٣ الحديث ١٥٢٢)

১। হযরত মু'আয বিন জাবাল রা. বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি যে, প্রত্যেক নামাযের পর এ দু'আ পড়াকে তুমি কখনো ছাড়বে না-হে আল্লাহ! আমাকে তোমার জিকির, শোকর এবং উত্তম ইবাদত করার জন্য সাহায্য কর। (নাসাঈ শরীফ ১/১৪৬, আবু দাউদ শরীফ ১/২১৩ হাঃ নং ১৫২২)

عن أنس رض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قل بعد صلاة بعد ما ترفع يدك : اللهم إلهى إله إبراهيم. (ابن السني في عمل اليوم والليلة : ٦١ ضعيف ١٣٨)

২। হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নির্দেশ করেন যে, তুমি প্রত্যেক নামাযের পর হাত উঠিয়ে এ দু‘আ করবে হে আল্লাহ! যিনি আমার এবং ইবরাহীম আ. এর মাবূদ। (ইবনুস ছুন্নী : ৬১)

عن أبي أمامة الباهلي قال قيل يا رسول الله! أى الدعاء أسمع؟ قال : جوف الليل الأخر ودبر الصلوات المكتوبة. رواه الترمذى : ١/٨٧. وكذا. (وابن ماجة : ٩٣ الحديث ٣٤٩٩)

৩। হযরত আবু উমামা বাহেলী রা. বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন দু‘আ কবূল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী? ইরশাদ হলো, শেষ রাত্রে (তাহাজ্জুদের পর) এবং ফরজ নামায সমূহের পরে। (তিরমিযী শরীফ পৃঃ ১/৮৭ হাঃ নং ৩৪৯৯)

عن المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين، وتبائس وتمسكن، وتقنع وتقول اللهم اغفر لي فمن لم يفعل ذلك فهو خداج. (رواه ابن ماجة : ٩٣، ورواه أيضا أبو داود : الحديث ١٢٩٦)

৪। হযরত মুত্তালিব রা. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “রাত্রের নামাযে দু-দু রাকাআতের পর বসবে, এবং প্রত্যেক দু রাকাআতের পর তাশাহহুদ পড়বে এবং নামাযের মধ্যে নিজের নিঃস্বতা এবং বিনয়ীভাব প্রকাশ করবে। তারপর নামায শেষে দু হাত উঠাবে এবং দু‘আ করবে, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও। যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, তার নামায অসম্পন্ন থাকবে। (আবু দাউদ শরীফ : ১/১৮৩, ইবনে মাজাহ শরীফ পৃঃ ৯৩ হাঃ নং ১২৯৬)

عن فضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا بطونهما وجهك وتقول : يارب! يا رب! فمن لم يفعل ذلك فهو كذا(رواه الترمذى الحديث ٣٧٥)

৫। হযরত ফযল ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘নামায দুই দুই রাক’আত; প্রত্যেক দুই রাক’আতে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতে হয়। ভয়-ভক্তি সহকারে কাতরতার সহিত বিনত হয়ে নামায আদায় করতে হয়। আর (নামায শেষে) দু’হাত তুলবে এভাবে যে, উভয় হাত প্রভু পানে উঠিয়ে চেহারা কিবলামুখী করবে। অতঃপর বলবে-প্রভু হে! প্রভু হে! যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, সে অসম্পূর্ণ নামাযী। (তাঁর নামায অঙ্গহীন সাব্যস্ত হবে)। (তিরমিযী শরীফ : ১৮৭ হাঃ নং ৩৮৫)

عن عبد الله بن عباس رض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغت من الدعاء فامسح بيديك وجهك. (رواه ابن ماجة : ٢٧٥، وأبو داود : ١/٢٠٩ الحديث ١٤٩٢)

৬। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, দু‘আ করার তরীকা হল যে তুমি উভয় হাত কাঁধ বরাবর তুলবে। (আবু দাউদ শরীফ : ১/২০৯ হাঃ নং ১৪৯২)

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسئلة أن ترفع يديك حذو منكبيك. (رواه أبو داود : ١/٢٠٩ الحديث ١٤٨٩ صيحح)

৭। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যখন তুমি দু‘আ শেষ করবে তখন উভয় হাতকে চেহারার মধ্যে মুছবে। (ইবনে মাজা : ২৭৫ হাঃ নং ১৪৮৯)

عن سلمان رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما رفع قوم أكفهم إلى الله تعالى يسألونه شيئا إلا كان حقا على الله أن يضع فى أيديهم الذى سألوا. رواه الطبر انى في الكبير : ٦/٢٥٤ الحديث ٦١٤٢

৮। হযরত সালমান রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন জামাআত কিছু প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তুললে আল্লাহ তাআলার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় তাদের প্রার্থিত বস্তু তাদের হাতে তুলে দেয়া। (তাবারানী কাবীর : ৬/২৫৪ হাঃ নং ৬১৪২)

عن سلمان رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ربكم حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا. (رواه أبو داؤد عن سلمان ١/٧٠٩ برقم ١٤٨٨)

৯। হযরত আলী ইবনে আবী তালিব থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু অত্যন্ত লাজুক, এবং দয়ালু। কোন বান্দা তার হাত দুটি উঠিয়ে মুনাজাত করলে তার হাত খালি অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। (আবু দাউদ হাঃ নং ১৪৮৮)

ما من عبد مؤمن بسط كفيه في دبر كل صلاة ثم يقول : اللهم إلهى. (ابن السنى فى عمل اليوم ١٣٨)

১০। হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে বান্দা প্রত্যেক নামাযের পর দু’হাত তুলে এ দু‘আ পড়বে- “আল্লাহুম্মা ইলাহী ..... “আল্লাহু তা’আলা নিজের উপর নির্ধারিত করে নিবেন যে, তার হস্তদ্বয়কে বঞ্চিত ফেরত দিবেন না। (ইবনুস সুন্নী হাঃ নং ১৩৮)

عن حبيب ابن مسلمة --- قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجتمع ملأفيدعو بعضهم ويؤمن البعض إلا أجابهم الله --- رواه الحاكم فى مستدركه : ٣٤٧/٣ الحديث ٥٤٧٨

১১। হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন “যদি কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে এভাবে দু‘আ করে যে, তাদের একজন দু‘আ করতে থাকে, আর অপররা ‘আমীন’ ‘আমীন’ বলতে থাকে, তবে আল্লাহ তা’আলা তাদের দু‘আ অবশ্যই কবুল করে থাকেন।’ (তালখীসুয যাহাবী, ৩:৩৪৭ পৃঃ, মুস্তাদরাকে হাকেম : হাঃ নং ৫৪৭৮)

عن ثوبان عن النبى صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرإ أن ينظر فى جوف بيت امرء حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن (رواه الترمذى : ٨٢/١ الحديث ٣٥٧)

১২। হযরত সাওবান রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘কোন ব্যক্তি লোকদের ইমাম হয়ে এমন হবে না যে, সে তাদেরকে বাদ দিয়ে দু‘আতে কেবল নিজেকেই নির্দিষ্ট করে। যদি এরূপ করে, তবে সে তাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করল।” (তিরমিযী শরীফ : ১:৮২ হাঃ নং ৩৫৭)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম সাহেব সকল মুসল্লীদের সঙ্গে নিয়ে সকলের জন্য দু‘আ করবেন। নতুবা তিনি খয়রাতী হবেন।

উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায়ঃ

(ক) ফরজ নামাযের পর দু‘আ কবুল হওয়ার বেশী সম্ভাবনা। তাই ফরজ নামাযের পর সকলের জন্য দু‘আয় মশগুল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(খ) নামাযের পর হাত তুলে দু‘আ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আমল। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নামাযের পর দু‘আয় হাত উঠাতেন এবং মুনাজাত শেষে উভয় হাত চেহারার মধ্যে মুছতেন এবং অন্যদেরকে এর প্রতি উৎসাহিত করতেন। সুতরাং এটাই দু‘আর আদব। আর এ কথা তো হতেই পারে না যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের পর হাত তুলতেন কিন্তু সাহাবা রা. গণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরোধিতা করে হাত তুলতেন না।

(গ) একজন দু‘আ করবে; আর অন্যরা সবাই আমীন বলবে; এভাবে সকলের দু‘আ বা ‘সম্মিলিত মুনাজাত’ কবুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আর ইমাম সাহেব শুধু নিজের জন্য দু‘আ করবেন না। দু‘আতে মুসল্লীদেরকে শামিল করবেন। নতুবা তিনি খয়রাতী সাব্যস্ত হবেন।

(ঘ) উল্লেখিত হাদীস সমূহের সমষ্টিগত বর্ণনা দ্বারা নামাযের পর একাকী মুনাজাতের পাশাপাশি ফরজ নামাযের পর ইমাম-মুক্তাদী সকলের সম্মিলিত মুনাজাতের প্রমাণ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। অতএব, তা মুস্তাহাব হওয়াই হাদীস সমূহের মর্ম ও সমষ্টিগত সার কথা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ কিফায়াতুল মুফতী, ৩:৩০০ পৃঃ, সুনান ৩:১৬১ পৃঃ/ইমদাদুল ফাতাওয়া ১:৭৯৬)

মুনাজাতের স্বপক্ষে হাদীস বিশারদগণের রায়ঃ

১। জগত বিখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, “যে সকল নামাযের পর সুন্নাত নামায নেই, সে সকল ফরজ নামাযের পর ইমাম ও মুক্তাদীগণ আল্লাহর যিকিরে মশগুল হবেন। অতঃপর ইমাম কাতারের ডান দিকে মুখ করে দু‘আ করবেন। তবে সংক্ষিপ্তভাবে মুনাজাত করতে চাইলে কিবলার দিকে মুখ করেও করতে পারেন।”(ফাতহুল বারী ২: ৩৯০পৃঃ)

وأما الصلاة التي لايتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر الماثور ولا يتعين له مكان بل إن شاء وا انصرفوا وذكروا وإن شاء وا مكثوا وذكروا، وعلى الثاني إن كان للإمام عادة أن يعلمهم أو يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعا وإ كان لا يزيد على الذكر المأثور. فهل يقبل عليهم جميعا أو يتفتل فيجعل يمينه من قبل المأمو مين ويساره من قبل القبلة ويدعو الثاني هو الذى جزم به أكثر الشافعية، ويحتمل ان قصر زمن ذلك ان يستمر مستقبلا للقبلة (فتح البارى : ٣٩٠/٢)

২। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাদাতা আল্লামা বদরুদ্দীন ’আইনী রহ. বলেন,“এ হাদীস দ্বারা নামাযের পরে মুনাজাত করা মুস্তাহাব বুঝা যায়। কারণ-সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐ সময় দু‘আ কবুল হওয়ার বেশী সম্ভাবনা।” (উমদাতুল ক্বারী ৬:১৩৯ পৃঃ)

ومن فوائد الحديث --- منها : فضل الذكر عقيب الصلاة بأنها أوقات فاضلة ترجى منها إجابة الدعاء (عمدة القارى : ٦١٣/٤)

৩। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, ‘নামাযের পরে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা বিদ‘আত নয়। কারণ-এ ব্যাপারে প্রচুর কাওলী রিওয়ায়াত বিদ্যমান। আমলী রিওয়ায়াতের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মধ্যে এ মুনাজাত করেছেন’ বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এটাই সকল মুস্তাহাবের নিয়ম। তিনি নিজে মুনাসিব মত আমল বেছে নিতেন, আর অবশিষ্ট মুস্তাহাবসমূহের ব্যাপারে উম্মতদেরকে উৎসাহ দিতেন। সুতরাং এখন যদি আমাদের কেউ নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দায়িমী (স্থায়ী) ভাবে মুনাজাত করতে থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি এমন একটা বিষয়ের উপর আমল করল, যে ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎসাহ দিয়ে গেছেন। যদিও তিনি নিজে সর্বদা আমল করেননি।” (ফাইযুল বারী, ২:১৬৭ পৃঃ ও ৪৩১ পৃঃ/৪:৪১৭ পৃঃ)

---لا أن الرفع بدعة فقد هدى إلىه في قوليات كثيرة، وفعله بعد الصلاة قليلا، وهكذا شانه في باب الأذكار والأوراد اختاره صلى الله عليه وسلم لنفسه ما اختار الله له صلى الله عليه وسلم وبقي أشياء رغب فيها الأمة، فإن التزم أحد منا الدعاء بعد الصلاة برفع اليد فقد عمل بما رغب فيه وإن لم يكثره لنفسه، فاعلم ذلك. (فيض البارى : ٢/١٦٧)

৪। কুতুবুল আলম শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. বললেন,“ফরজ নামাযের পরে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করাকে কিছু লোক অস্বীকার করে থাকে। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ-এর ব্যাপারে প্রচুর হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল হাদীস দ্বারা নামাযের পর মুনাজাত করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়”। (আল-আবওয়াব ওয়াত-তারাজিম ৯৭ পৃঃ)

৫। সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নূরী রহ. মুনাজাত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ উল্লেখ পূর্বক বলেন, “মুনাজাত অধ্যায়ে যে সকল হাদীস পেশ করা হল, এগুলোই যথেষ্ট প্রমাণ যে, ফরজ নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত জায়িয। এ হাদীস সমূহের ভিত্তিতেই আমাদের ফুক্বাহা কেরাম উক্ত মুনাজাতকে মুস্তাহাব বলেছেন। (মা’আরিফুস সুনান : ৩:১২৩ পৃঃ)

فهذه وما شاكلها من الروايات في الباب تكاد تكفي حجة لما اعتاده الناس في البلاد من الدعوات الاجتماعية دبر الصلوات...(معارف السنن : ٣/١٢٣)

৬। মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার আল্লামা নববী রহ. বলেন, “সকল ফরজ নামাযের পরে ইমাম, মুক্তাদী ও মুনফারিদের জন্য দু‘আ করা মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।” (শারহে মুহাযযাব লিন-নাওওয়াবী ৩:৪৬৯)

قد ذكرنا استحباب الذكر والدعاء للإمام والمأموم والمنفرد وهو مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف--- . (شرح المهذب للنووى : ٣/٤٦٩)

৭। প্রখ্যাত হাদীস সংকলক হযরত মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন, “আমাদের দেশে যে সম্মিলিত মুনাজাতের প্রথা চালু আছে যে, ইমাম সাহেব নামাযের পর কেবলামুখী বসে দু‘আ করে থাকেন, এটা কোন বিদ‘আত কাজ নয়। বরং হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। তবে ইমামের জন্য উত্তম হলো-ডানদিক বা বামদিকে ফিরে মুনাজাত করা।” (ই’লাউস সুনান ৩:১৬৩, ৩:১৯৯ পৃঃ)

তিনি আরো বলেন, “হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা মুস্তাহাব। যেমন- আমাদের দেশে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে প্রচলিত আছে।” (ঐ ৩:১৬৭ পৃঃ, ৩:২০৪)

এর পর তিনি নামাযের পর মুনাজাত অস্বীকারকারীদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। (৩: ২০৩)

قلت والحاصل أن ما جرئ بہ العرف في ديارنا من أن الإمام يدعو فی دبر بعض الصلواش مستقبلا للقبلہ ليس ببد عۃ بل لہ أصل فی السنۃ، وإن کان الأولی أن ينحرف الإمام بعد کل صلاۃ يمينا أو يسارا ---. (إعلاء السنن : ٣/١٩٩)

তেমনিভাবে ফকীহুন নফ্স হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ গাংগুহী (রাহঃ)ও মুনাজাত অস্বীকারকারীদের সমালোচনা করেছেন। (আল কাওকাবুদ্দুররী- ২ : ২৯১)

মুহাদ্দিসীনে কিরামের বর্ণিত এ রায়সমূহ দ্বারা বুঝা গেলঃ

(ক) সকল নামাযের পর হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা মুস্তাহাব। এ সময় দু'আ কবুল হওয়ার খুবই সম্ভাবনা।

(খ) মুনাজাত ইমাম-মুক্তাদী; মুনফারিদ সকলের জন্যই মুস্তাহাব আমল।

(গ) ফরয নামাযের পর ইমাম-মুক্তাদী সকলের ইজতিমায়ী মুনাজাত করা মুস্তাহাব।

(ঘ) ফরয নামাযের পর মুস্তাহাব মনে করে দায়িমীভাবে মুনাজাত করলেও কোন ক্ষতি নেই।

(ঙ) নামাজের পর মুনাজাত কোন ক্রমেই বিদ'আত নয়। বহু কাওলী হাদীস দ্বারা এ মুনাজাত ছাবেত আছে। মুস্তাহাব আমল হেতু রাসূল ﷺ নিজে যদিও তা মাঝে মধ্যে করেছেন, কিন্তু সকলকে তিনি এর প্রতি মৌখিকভাবে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন।

(চ) প্রচলিত মুনাজাতকে বিদ'আত বলা বা বিরোধিতা করা হঠকারিতার শামিল। প্রচলিত মুনাজাত মুস্তাহাব। সকল মাযহাবেই এ মুনাজাত মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়েছে।"(প্রমাণের জন্য হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.এর প্রসিদ্ধ ফাতওয়া দ্রষ্টব্য পৃঃ ১/৭৯৬)

মুনাজাতের স্বপক্ষে ফিকহের কিতাবসমূহের দলীলঃ

ফিকহের কিতাবসমূহে মুনাজাতের স্বপক্ষে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে তার কিয়দাংশ উদ্ধৃত হলঃ

(١) قال في شرعۃ الإسلام : ويغتنم أی المصلي الدعاء بعد المكتوبۃ

(٢) في مفاتيح الجنان : قولہ بعد المكتوبۃ أی قبل السنۃ، كذا في السعايۃ

(٣) في نور الإيضاح وشرحہ المسمی بإمداد الفتاح ثم بعد الفراغ عن الصلاۃ يدعو الإمام لنفسہ وللمسلمين رافعي أيديہم حذو الصدور وبطونہا مما يلی الوجہ بخشوع وسكون ثم

يمسحون بها وجوههم في اخره اى عند الفراغ من الدعاء. انتهى. كذا في التحفة المرغوبة والسعاية.

(۴) قد أجمع العلماء على استحباب الذكر والدعاء بعد الصلاة وجائت فيه أحاديث كثيرة. انتهى (تهذيب الأذكار للرملي كذا في التحفة المرغوبة)

(۵)--- أى اذكروا الله تعالى وادعوا بعد الفراغ من الصلاة.

(فتاوى صوفيه كذا في التحفة)

(۶) إن الدعاء بعد الصلاة المكتوبة مسنون وكذا رفع اليدين ومسح الوجه بعد الفراغ. (منهج العمال والعقائد السنية كذا في التحفة) بحواله كفايت المفتي : ۳/

১। ফিকহে হানাফীর অন্যতম মুল কিতাব 'মাবসূত'-এর বর্ণনাঃ....."যখন তুমি নামায থেকে ফারিগ হবে, তখন আল্লাহর নিকট দু'আয় মশগুল হয়ে যাবে। কেননা-এ সময় দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।"

২। প্রসিদ্ধ ফিকহের কিতাব 'মিনহাজুল উম্মাল ও আকায়িদুছ ছুন্নিয়্যাহ এর বর্ণনাঃ "ফরজ নামাযের পর দু'আ করা সুন্নত। অনুরূপভাবে দু'আর সময় হাত উঠানো এবং পরে হাত চেহারায় মুছে নেয়াও সুন্নত।"

৩। ....."আততাহজীবুল আজকার'-এর বর্ণনা,"এ কথার উপর উলামাগণের ইজমা হয়েছে যে, নামাযের পর যিকর ও দু'আ করা মুস্তাহাব।"

৪। ....."শির'আতুল ইসলাম' এর বর্ণনা, "ফরয নামাযের পর মুসল্লীরা দু'আ করাকে গণিমত মনে করবে।"

৫। ....."তুহফাতুল মারগুবা' ও 'সি'আয়া'-এর বর্ণনাঃ "নামাজ শেষে ইমাম ও মুসল্লীগণ নিজের জন্য এবং মুসলমানদের জন্য হাত উঠিয়ে দু'আ করবেন। অতঃপর মুনাজাত শেষে হাত চেহারায় মুছবেন।" (তুহ্ফা পৃঃ ১৭)

৬। ..... 'ফাতাওয়া বাজ্জাজিয়া'-এর বর্ণনাঃ নামায শেষে ইমাম প্রকাশ্যভাবে হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়বেন এবং মুসল্লীগণও প্রকাশ্য আওয়াজে দু'আ পড়বেন। এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে মুসল্লীদের দু'আ ইয়াদ হয়ে যাওয়ার পর সকলে বড় আওয়াজে দু'আ করা বিদ'আত হবে। তখন মুসল্লীগণ দু'আ আস্তে পড়বেন।

৭। 'নূরুলঈযাহ'-এর বর্ণনাঃ "নামাযের পরে জরুরী বা ওয়াজিব মনে না করে হাত উঠিয়ে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর নিকট দু'আ করা মুস্তাহাব।" (নূরুল ঈযাহ পৃঃ ৮২)

উল্লেখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হলো যে, নামাযের পর দু'আ করা মুস্তাহাব। আর তা বিভিন্ন হাদীসে দু'আর আদব হিসাবে হাত উঠাতে উৎসাহিত করার আলোকে হাত উঠিয়ে করা বাঞ্ছনীয়। আরো প্রমাণিত হল যে, মুনাজাত করা ইমাম-মুক্তাদী সবার জন্যই পালনীয় মুস্তাহাব আমল।

মুনাজাত অস্বীকারকারীগণের কতিপয় অভিযোগ ও তার জাওয়াবঃ

অভিযোগ-১ বর্ণিত হাদীসমূহ সম্পর্কে ফরয নামাযের পর মুনাজাত ভিত্তিহীন হওয়ার দাবীদারগণ আপত্তি তুলেন যে, 'এ হাদীসমূহের কোন একটিতেও ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত করার কথা উল্লেখ নেই। কেননা, এগুলোর কোনটিতে শুধু দু'আর কথা আছে, কিন্তু হাত তোলার কথা নেই। আবার কোনটিতে শুধু হাত তোলার কথা আছে, কিন্তু তা একাকীভাবে, সম্মিলিতভাবে নয়। আবার কোনটিতে সম্মিলিত মুনাজাতের কথা আছে; কিন্তু ফরয নামাযের পরে হওয়ার কথা উল্লেখ নেই। অতএব, এ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রচলিত সম্মিলিত মুনাজাত প্রমাণিত হয় না!!

জওয়াব-১ তাদের অভিযোগের ভিত্তিই সহীহ নয়। কারণ শরীয়তে এমন কোন বিধান নেই যে, প্রত্যেকটা ইবাদতের সকল অংশ কোন একটা আয়াত বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। নতুবা তা অগ্রহণযোগ্য হবে। তাদের এ আপত্তির জবাবে হযরত মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ রহ. মুফতী আজম হিন্দুস্তান "কিফায়াতুল মুফতী" গ্রন্থে বলেন- "বিষয়গুলো যেমন কোন এক হাদীসে একত্রিতভাবে উল্লেখিত হয়নি, তেমনি কোন হাদীসে তা নিষিদ্ধও হয়নি। কোন জিনিসের উল্লেখ না থাকার দ্বারা তা নিষিদ্ধ হওয়া বুঝায় না। সুতরাং এ কথা বলা যাবে না যে, এ সব হাদীস নামাযের পরের দু'আর জন্য প্রযোজ্য নয় বরং উল্লেখিত হাদীসমূহের বর্ণনা ভাব এমন ব্যাপকতা সম্পন্ন, যা সম্ভাব্য সকল অবস্থাকেই শামিল করে। তা ছাড়া বিভিন্ন রিওয়ায়াতে এ অবস্থাগুলোর পৃথক পৃথক উল্লেখ রয়েছে-যার সমষ্টিগত সামগ্রিক দৃষ্টিকোণে ফরজ নামাযের পর হস্ত উত্তোলন পূর্বক সম্মিলিত মুনাজাত অনায়াসে সাবিত হয়। এটা তেমনি, যেমন নামাযের বিস্তারিত নিয়ম, আযানের সুন্নত নিয়ম, উযূর সুন্নাত তরীকা ইত্যাদি একত্রে কোন হাদীসে বর্ণিত নেই। বিভিন্ন হাদীসের সমষ্টিতে তা সাবিত হয়" তারপরেও তা সকল উলামাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। (দেখুনঃ কিফায়াতুল মুফতী, ৩:৩০০ পৃঃ)

অভিযোগ-২ নামাযের পর মুনাজাতের স্বপক্ষে হাদীসমূহ কেবল নফল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব, এর দ্বারা ফরয নামাযের পর মুনাজাত মুস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হয় না।

জওয়াব-২ বর্ণিত হাদীসসমূহের কয়েকটিতে ফরয নামাযের কথা উল্লেখ আছে। আর কয়েকটির মধ্যে "প্রত্যেক নামাযের পর" কথাটির উল্লেখ আছে। যার মধ্যে ফরয ও নফল সবই শামিল। সুতরাং এ প্রশ্নই অবান্তর। তাদের এ প্রশ্নের জওয়াবে হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, "নামাযের

পর মুনাজাত করার পক্ষের হাদীসগুলোর ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ নফল এবং ফরয উভয় নামাযকেই শামিল করেছেন।" (ফাইযুল বারী, ৪:৪৭ পৃঃ)

মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী রহ. বলেন, "ফরজ নামাযের পর মুনাজাত নফল নামাযের অপেক্ষা উত্তম।"(ই'লাউস সুনান, ৩:১৬৭ পৃঃ)

সুতরাং কিছুক্ষনের জন্য যদি মেনে নেয়া হয় যে, উক্ত হাদীসসমূহে নফল নামাযের পর মুনাজাত করতে বলা হয়েছে তাহলে উক্ত কথার দ্বারা ফরজ নামাযের পর মুনাজাত আরো উত্তমভাবে প্রমাণিত হবে। এ কারণে যে, নফল নামাযের পর দুআ কবূল হওয়ার কোন ঘোষণা করা হয় নাই, আর ফরয নামাযের পর দুআ কবূল হওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। তো যে ক্ষেত্রে কবুল হওয়ার ঘোষণা নেই, সে ক্ষেত্রে যদি দু'আ ও মুনাজাত করতে হয় তাহলে যেখানে দু'আ কবুল হওয়ার ঘোষণা আছে সেখানে অবশ্যই দু'আ করা কর্তব্য। সুতরাং উক্ত অভিযোগ দ্বারা ফরয নামাযের পরে মুনাজাতকে অস্বীকার করা যায় না।

অভিযোগ-৩ মুনাজাত মুস্তাহাব হয়ে থাকলে, প্রচুর হাদীসে এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ হতে আমল সাবিত থাকতো। অথচ এ ব্যাপারে একটি আমলী রিওয়ায়াতও সাবিত নেই।

জওয়াব-৩ প্রথমতঃ মুনাজাতের ব্যাপারে 'রাসূল ﷺ-এর আমল সম্পর্কিত একটি রিওয়ায়াতও সাবিত নেই'-এ কথাটি সম্পূর্ণ গলদ। কারণ এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো স্পষ্ট রিওয়ায়াত দ্বারা আমরা রাসূল ﷺ-এর আমল অধ্যায়ে রাসূল ﷺ-এর মুনাজাত করার হাদীস বর্ণনা করেছি। দ্বিতীয়তঃ মুস্তাহাব আমল প্রমাণের জন্য রাসূল ﷺ-এর কওলী বা মৌখিক হাদীস যথেষ্ট, নবী কারীম ﷺ-এর আমল এর মাধ্যমে সাবিত হওয়া মোটেই জরুরী নয়। কারণ-বহু মুস্তাহাব আমল এমন রয়েছে, যা রাসূলে পাক ﷺ বিশেষ হিকমতের কারণে বা সুযোগের অভাবে নিজে করতেন না, কিন্তু সে সবের প্রতি মৌখিকভাবে উম্মতদেরকে উৎসাহ দিতেন। যাতে উম্মত তা আমল করে নিতে পারে। যেমন তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায, চাশতের নামায, আযান দেয়া যাকে আফজালুল আ'মাল বলা হয়ে থাকে ইত্যাদি। এগুলো রাসূলে পাক ﷺ থেকে আমল করার মাধ্যমে সাবিত নেই। অথচ তিনি এসব নেক কাজসমূহের প্রতি উম্মতকে মৌখিকভাবে যথেষ্ট উৎসাহিত করে গিয়েছেন। সকল উলামায়ে কেরাম এগুলোকে মুস্তাহাব আমল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তদ্রূপ মুনাজাতের ব্যাপারে রাসূলে করীম ﷺ হতে আমলী রিওয়ায়াত স্বল্প বর্ণিত হলেও মৌখিক রিওয়ায়াত প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। অতএব, মুস্তাহাব প্রমাণ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, যারা বলে থাকেন যে, মুস্তাহাব প্রমাণ হওয়ার জন্য রাসূলে পাক ﷺ-এর মৌখিক বর্ণনার পাশাপাশি আমলও থাকতে

হবে, তারা সঠিক সরল পথ থেকে দূরে সরে পড়েছেন এবং একটি ফাসিদ ও গলদ জিনিসের উপর ভিত্তি করে কথা বলেছেন। (দ্রষ্টব্যঃ ফাইযুল বারী, ২:৪৩১ পৃঃ)

অভিযোগ-৪ মুনাজাতের স্বপক্ষে যে সকল হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়, তার অনেকটাই জ'য়ীফ। অতএব, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

জওয়াব-৪ এ অধ্যায়ের অনেক সহীহ হাদীসের পাশাপাশি কিছু হাদীস জ'য়ীফ থাকলেও যেহেতু তার সমর্থনে অনেক সহীহ রিওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে, অতএব, তা নির্ভরযোগ্যই বিবেচিত হবে। দ্বিতীয়তঃ সেই হাদীসসমূহ ফজীলত সম্পর্কে। আর ফজীলতের ব্যাপারে জ'য়ীফ হাদীসও গ্রহণযোগ্য। (দেখুনঃ আল আযকার লিন নববী পৃঃ ৭-৮, তাদরীবুর রাভী লিস সুয়ূতী পৃঃ ১৯৬, কিতাবুল মাউযূআত লি মুল্লা আলী ক্বারী পৃঃ ৭৩)

অভিযোগ-৫ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফরজ নামাযের পর যখন সালাম ফিরাতেন, তখন এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়তেন যে, মনে হতো-তিনি যেন উত্তপ্ত পাথরের ওপর উপবিষ্ট ছিলেন। (উমদাতুল কারী, ৬:১৩৯ পৃঃ)

এতে বুঝা যায়, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. সালাম ফিরিয়ে মুনাজাত না করেই দাঁড়িয়ে যেতেন।

জওয়াব-৫ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর উল্লেখিত আমলের এ অর্থ নয় যে, তিনি সালাম ফিরানোর পর মাসনূন দু'আ-যিকর না করেই দাঁড়িয়ে যেতেন। কেননা-তিনি রাসূলে পাক ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ কখনও করতে পারেন না। রাসূলে পাক ﷺ হতে সালাম ফিরানোর পর দু'আ যিকর এর কথা প্রচুর হাদীসে বর্ণিত আছে। সুতরাং রিওয়ায়াতটির সঠিক মর্ম হল-হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. সালাম ফিরানোর পর সংক্ষিপ্ত দু'আ-যিকর পাঠের অধিক সময় বসে থাকতেন না।

অতএব, উল্লেখিত রিওয়ায়াত দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর মুনাজাত করা ব্যতীত উঠে পড়া প্রমাণিত হয় না। (আল আবওয়াব ওয়াত তারাজিম, ৯৭ পৃঃ)

তাম্বীহঃ

যারা ফরজ নামাযের পরে সর্বাবস্থায় ইজতিমায়ী মুনাজাতের বিরোধী, তারা হযরত আবু বকর রা.-এর আমলের ভুল অজুহাত দেখিয়ে সালাম ফিরানোর পর দেরী না করেই সুন্নত ইত্যাদির জন্য উঠে পড়েন। অথচ এর দ্বারা নামাযের পর যে মাসনূন দু'আ ইত্যাদি রয়েছে, তা তরক করা হয়। দ্বিতীয়তঃ ফরজ ও সুন্নাতের মাঝখানে কিছু সময়ের ব্যবধান করার যে হুকুম হাদীস শরীফে পাওয়া যায়, তাও লঙ্ঘন করা হয়। তাদের জন্য নিম্নোক্ত হাদীসটি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্যঃ

হাদীসঃ আবু রিমছা রা. বর্ণনা করেন, একদা আমি নবী কারীম ﷺ-এর সাথে নামায পড়তে ছিলাম। হযরত আবু বকর ও উমর রা. ঐ নামাযে উপস্থিত ছিলেন। তারা প্রথম সারিতে নবী কারীম ﷺ-এর ডান পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আমাদের সাথে এক

ব্যক্তি ছিল, যে উক্ত নামাযে তাকবীরে উলা হতেই উপস্থিত ছিল। (অর্থাৎ সে মাসবুক ছিল না) নবী কারীম ﷺ নামায শেষ করে সালাম ফিরালেন এমনভাবে যে, উভয় দিকে আমরা তাঁর গন্ডদ্বয় দেখতে পেলাম। অতঃপর নবী কারীম ﷺ ঘুরে বসলেন। তখন ঐ তাকবীরে উলায় উপস্থিত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পড়ল সুন্নাত নামায পড়ার জন্য। তৎক্ষণাৎ হযরত উমর রা. লাফিয়ে উঠলেন এবং ঐ ব্যক্তির উভয় কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন-"বসে পড়! পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের (ধর্মীয়) পতন হয়েছে, যখন তারা (ফরজ ও সুন্নাত) নামাযের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করত না।" নবী কারীম ﷺ হযরত উমর রা.-এর এ কাজ দেখে দৃষ্টি উঠালেন এবং বললেন, "হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহ তোমাকে সঠিক পন্থী বানিয়েছেন।" (আবু দাউদ শরীফ হাঃ নং ১০০৫)

পরিশিষ্ট: এ সকল বর্ণনার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, নামাযের পর ইমাম-মুক্তাদী সকলের জন্য ওয়াজিব মনে না করে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা মুস্তাহাব। এ মুনাজাতকে বিদ'আত বলার কোন যুক্তি নেই। কারণ-বিদ'আত বলা হয় সেই আমলকে, শরীয়তে যার কোনই অস্তিত্ব নেই। আর মুনাজাত সেই ধরনের মূল্যহীন কোন আমল নয়। তবে যেহেতু মুনাজাত 'মুস্তাহাব আমল', তাই এটাকে জরুরী বা ওয়াজিব মনে করা এবং এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা অনুচিত। মুস্তাহাব নিয়ে বাড়াবাড়ি করা নিষিদ্ধ।

অতএব, কেউ মুনাজাতের ব্যাপারে যদি এমন জোর দেয় যে, মুনাজাত তরককারীকে কটাক্ষ বা সমালোচনা করতে থাকে, বা মুনাজাত না করলে তার সাথে ঝগড়া-ফাসাদ করতে থাকে তাহলে তারা যেহেতু মুস্তাহাবকে ফরজে পরিণত করছে সুতরাং সেরূপ পরিবেশে মুনাজাত করা মাকরূহ। মুনাজাত মাকরূহ হওয়ার এই একটি মাত্র দিক আছে। আর এটা শুধু মুনাজাতের বেলায় নয়, বরং সমস্ত মুস্তাহাবেরই এ হুকুম; মুস্তাহাব আমল নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে, ঝগড়া বিবাদ শুরু করলে তা নিষিদ্ধ করে দেয়া হবে। অতএব, মুনাজাতও পালন করতে হবে এবং বিদ'আত থেকেও বাঁচতে হবে। আর এর জন্য সুষ্ঠু নিয়ম আমাদের খেয়াল মতে এই যে, মসজিদের ইমাম সাহেবান মুনাজাতের আমল জারী রেখে মুনাজাত সম্পর্কে মুসল্লীগণকে ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে বুঝাবেন এবং ফরয-ওয়াজিব ও সুন্নাত-মুস্তাহাবের দরজা ও মর্তবা (ব্যবধান) বুঝিয়ে দিয়ে বলবেন, সালামের পর ইমামের ইকতিদা শেষ হয়ে যায়। ইমাম সাহেব মুস্তাহাব আমল হিসাবে মুনাজাত করতে পারেন, কোন জরুরী কাজ থাকলে মুনাজাত নাও করতে পারেন। তেমনিভাবে মুসল্লীগণের জন্য ইমামের সাথে মুনাজাতে শরীক হওয়া উত্তম, যদি কোন মুসল্লীর জরুরী কাজ থাকে তাহলে তিনি সালাম বাদ ইমামের সাথে মুনাজাতে শামিল নাও হতে পারে। বা মুনাজাত করা যেহেতু মুস্তাহাব, সুতরাং যার সুযোগ আছে, সে মুস্তাহাবের উপর আমল করে নিবে। আর যার সুযোগ নেই; তার জন্য মুস্তাহাব তরক করার অবকাশ আছে। এমন কি কেউ যদি ইমামের সাথে মুনাজাত শুরু করে, তাহলে ইমামের সাথে শেষ করা জরুরী নয়।

কারণ সালাম ফিরানোর পর ইকতিদা শেষ হয়ে যায়। সুতরাং কেউ চাইলে, ইমামের আগেই তার মুনাজাত শেষ করে দিতে পারে। আবার কেউ চাইলে, ইমামের মুনাজাত শেষ হওয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ একা একা মুনাজাত করতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা শরী'আতে নিষেধ। এভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পর ইমাম সাহেবান প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দায়িমীভাবে মুনাজাত করলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই। অনেকের ধারণা মুস্তাহাব আমল দুয়ম করলে তা বিদ'আত হয়ে যায়। সুতরাং 'মুস্তাহাব প্রমাণের জন্য মাঝে মাঝে তরক করতে হবে।' তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রা. দায়িমীভাবে চাশতের নামায পড়তেন। কখনও পরিত্যাগ করতেন না। উপরন্তু তিনি বলতেন, "চাশতের নামাযের মুহূর্তে আমার পিতা-মাতা জীবিত হয়ে এলেও আমি তাদের খাতিরে এ নামায পরিত্যাগ করব না। (মুয়াত্তা মালেক পৃঃ ১১৬, হাঃ নং ১৯১) অথচ চাশতের নামায মুস্তাহাব পর্যায়ের। হযরত আয়িশা রা. দুয়ম পড়ার কারণে কি তা বিদ'আত বলে গণ্য হয়েছিল? কখনোই নয়। তেমনিভাবে মুস্তাহাব প্রমাণের জন্য মাঝে মধ্যে তরক করার কোন আবশ্যকীয়তা নেই। যেমন-সকল ইমামই টুপি পরে, জামা পরে নামায পড়ান। কেউ একথা বলেন না যে, মাঝে মধ্যে টুপি ছাড়া জামা ছাড়া নামায পড়ানো উচিত-যাতে মুসল্লীগণ বুঝতে পারেন যে টুপি পরা বা জামা পরা ফরজ-ওয়াজিব আমল নয়। তাহলে মুস্তাহাব প্রমাণের জন্য মুনাজাতকে কেন ছাড়া হবে? অতএব মাঝে মধ্যে মুনাজাত তরক করে নয়, বরং ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমেই মুনাজাত মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারটি বুঝিয়ে দেয়া যুক্তিযুক্ত। এটাই অদ্ভুত পরিস্থিতির উত্তম সমাধান। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে শরীয়তের সঠিক বিধান বুঝার এবং সুন্নাত মুতাবিক সহীহ আমল করার তাওফীক দান করুন-আমীন।

মুনাজাতের সুন্নাত তরীকা

১. মুনাজাতের শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা করা এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা। (তিরমিযী হাঃ নং- ৩৪৭৬)

২. উভয় হাত সিনা বরাবর উঠানো। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হাঃ নং - ৩২৩৪)

৩. হাতের তালু আসমানের দিকে প্রশস্ত করে রাখা। (রদ্দুল মুহতার : ১/৪৭৭, তাবারানী কাবীর হাঃ নং - ৩৮৪২)

৪. হাতের আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিক ফাঁক রাখা। (হিসনে হাসীন : ২৭)

৫. দু'হাতের মাঝখানে সামান্য ফাঁক রাখা। (তুহ্ত্বাবী টীকাঃ মারাকিল ফালাহ : ২০৫)

৬. মন দিয়ে কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করা। (সূরা আ'রাফ : ৫৫)

৭. আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আর বিষয়টি বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে বারবার চাওয়া। (বুখারী শরীফ হাঃ নং - ৬৩৩৮)

৮. নিঃশব্দে দু'আ করা মুস্তাহাব। তবে দু'আ সম্মিলিতভাবে হলে এবং কারো নামাযে বা ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টির আশংকা না থাকলে সশব্দে দু'আ করাও জায়িয আছে। (সূরা আরাফ : ২০৫, বুখারী শরীফ হাঃ নং - ২৯৯২)

৯.আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা, যেমনঃ 'সুব্হানা রাব্বিকা রাব্বিল ইয্যাতী' শেষ পর্যন্ত পড়া; দরূদ শরীফ ও আমীন বলে দু'আ শেষ করা। (তাবারানী কাবীর হাঃ নং - ৫১২৪, মুসান্নাফে আঃ রাজ্জাক হাঃ নং - ১১৭, আবু দাউদ হাঃ নং- ৯৮৩)

১০. মুনাজাতের পর হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল মুছে নেওয়া। (আবু দাউদ হাঃ নং - ১৪৮৫)

তথ্যসূত্র

তাফসীরগ্রন্থ	**হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ**
১. তাফসীরে দুররে মানসূর	১. ফাতহুল বারী
২. তাফসীরে ইবনে আব্বাস	২. উমদাতুল কারী
৩. তাফসীরে মাযহারী	৩. আল কাওকাবুদ্দুররী
হাদীসগ্রন্থ	৪. ফয়যুল বারী
১. বুখারী শরীফ	৫. মা'আরেফুস সুনান
২. নাসায়ী শরীফ	৬. আল আবওয়াব ওয়াত তারাজিম
৩. আবু দাউদ শরীফ	৭. ফাতহুল মুলহিম
৪. তিরমিযী শরীফ	৮. শরহে মুহায্যাব লিন্নাববী
৫. ইবনে মাজাহ শরীফ	৯. তাদরীবুর রাবী
৬. তারীখে কাবীর	১০. কিতাবুল মাওযূ'আত
৭. ই'লাউস সুনান	**ফাতাওয়া ও ফিক্হগ্রন্থ**
৮. মুস্তাদরাকে হাকেম	১. মাবসূত
৯. তালখীসে যাহাবী	২. ফাতাওয়া বায্যাযিয়া
১০. তাবারানী কাবীর	৩. ফাতাওয়া শামী
১১. তাবারানী আওসাত	৩. নূরুল ঈযাহ
১২. কানযুল উম্মাল	৪. ইমদাদুল ফাতাওয়া
১৩. ইবনুস সুন্নী	৫. কিফায়াতুল মুফতী